

ফাজ্জায়েলে মিলাদুন্নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

- আল্লামা ইবনে হাজার হাইতামী মক্কী শাফেয়ী (রহঃ)

- ১। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেছেন
“যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - এর জন্য একটি দিরহাম খরচ করবে সে জান্নাতে আমার সাথী হবে।”
- ২। হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন - “যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - এর সম্মান দিবে, সে দ্বীন ইসলামকেই জীবিত রাখবে।”
- ৩। হযরত ওসমান (রাঃ) বলেছেন - “যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - এর জন্য একটি দিরহাম খরচ করবে - সে যেন নবীজির সাথে জস্বে বদর ও জস্বে হোনাইনে শরীক হলো।”
- ৪। হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজ্জুহাহু বলেছেন - “যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাযিম করবে এবং মিলাদ পাঠ করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে - সে ঈমানের সাথেই দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করবে এবং বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে”।
- ৫। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেছেন - “আমার যদি উহুদ পাহাড়ের সমপরিমান স্বর্ণ থাকতো - তাহলে আমি মিলাদ শরীফ পাঠ করার জন্য সব স্বর্ণ খরচ করে দেওয়াই পছন্দ করতাম”।
- ৬। হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) বলেছেন
“যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবী মাহফিলে উপস্থিত হয়ে

তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে - সে ব্যক্তি ইমানের ক্ষেত্রে সফল হবে।”

৭। হযরত মারুফ কারাখী (রহঃ) বলেছেন - “যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপলক্ষে খানা তৈরী করবে, ভাই বন্ধুদের দাওয়াত করে একত্রিত করবে, আলোক সজ্জা করবে, নূতন পোষাক পরিধান করবে এবং আতর গোলাপ ও আগরবাতি দ্বারা মাহফিলকে সুগন্ধময় করবে এবং উদ্দেশ্য হবে মিলাদুন্নবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন - আব্রাহাম তায়ালা তাঁকে প্রথম শ্রেণীর নবীগনের সাথে হাশরে উঠাবেন এবং আলা ইল্লিয়্যানে তাঁকে স্থান করে দিবেন।”

৮। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন - “যে ব্যক্তি মিলাদ মাহফিলে ভাই বন্ধুদের একত্রিত করবে, খানা পিনা তৈরী করবে, মিলাদ শরীফের জন্য দৃষ্টি নন্দন মঞ্চ তৈরী করবে, উত্তম আমল করবে এবং মিলাদুন্নবী অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা হবে - আব্রাহাম তায়ালা তাঁকে সিদ্দীকীন, শোহাদা ও বুরুগানে ঘীনের সাথে হাশর নসীব করবেন এবং সে ব্যক্তি জান্নাতুন নাসিমে বাস করবে।”

৯। হযরত ছিররি ছাকাতী (রহঃ) বলেন, “যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবী স্থানে গমন করলো, করার ইচ্ছা করলো, সে ব্যক্তি বেহেস্তের বাগানে যাওয়ারই ইচ্ছা করলো, কেননা সে ব্যক্তি একমাত্র নবীজীর মহব্বতেই সেখানে যাওয়ার

ইচ্ছা করেছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন “যে ব্যক্তি আমাকে মহক্বত করে সে আমার সাথেই বেহেস্তে অবস্থান করবে”।

১০। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) তাঁর লিখিত ওয়াসায়েল ফি শরহে শামায়েল গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন -

“যে ঘরে, যে মসজিদে কিংবা যে মহল্লায় মিলাদুন্নবী অনুষ্ঠান করা হয় - আল্লাহর ফিরিস্তাগন সে ঘর, মসজিদ ও মহল্লা বেষ্টন করে ঐ স্থানের লোকদের উপর রহমত বর্ষন করে থাকে, আর আল্লাহ তায়ালা আম ভাবে তাদেরকে রহমত ও সন্তুষ্টি দান করেন। আর জিবরাঈল, মিকাইল, ইসরাফিল ও আজরাঈল আলাইহিমুস সালাম মিলাদুন্নবীর উদ্যোক্তাদের উপর রহমত বর্ষন করতে থাকেন।” ইমাম সুয়ূতি (রহঃ) আরও বলেছেন - “যে মুসলমানের ঘরে মিলাদ পাঠ করা হয় - আল্লাহ তায়ালা ঐ ঘরের বাসিন্দাদের থেকে দূর্ভিক্ষ, কলেরা, অগ্নিসংযোগ, পানিতে ডুবে মরা, আপদ ও বালা মুসিবত, লোকের হিংসা বিদ্বেষ, বদ নজর ও চুরি দূর করে দেন। মৃত্যুর পর মুনকার নকীরের সওয়াল জাওয়াব সহজ করে দেন এবং আল্লাহর নিকট সে সম্মানীত আসন লাভ করবে।”

(আল্লামা ইবনে হাজার হাইতামী (রহঃ) এর আনু, নে'মাতুন কোব্বা নামক আরবী গ্রন্থ হতে অনূদিত)